কাল অথবা অভাব পদার্থে সামান্য স্বীকার করা যায় কি ? উভয়ের পক্ষে যুক্তি দাও।

৭। বিশেষ ঃ

বিশেষ বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম পদার্থ। বিশেষ পদার্থটি নিত্যদ্রব্যে থাকে। নিত্যদ্রব্য অত্যন্ত বলে বিশেষও অনন্ত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের উৎপাদক পরমাণুসমূহ এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নিত্যদ্রব্য। এদের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক—এই তিনটি দ্রব্যের সংখ্যা তিনটি মাত্র। এই তিনটি দ্রব্যে মাত্র তিনটি বিশেষ থাকে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুর পরমাণুগুলি নিত্য; কিন্তু এই চারপ্রকার দ্রব্য পদার্থের পরমাণু অনেক। আত্মা এবং মনের সংখ্যা অনন্ত; অতএব অসংখ্য আত্মা ও অসংখ্য মনের পরমাণুও অসংখ্য। নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষের সংখ্যা অনন্ত। এইজন্য অন্নংভট্ট বলেছেন—'বিশেষাস্তু অনন্তাঃ এব।' একটি দ্রব্যে একটিমাত্র বিশেষ থাকে। দ্রব্য নিত্য হলে তাতে বিশেষ থাকবেই। বিশেষ সামান্যের বিপরীত স্বভাব। বিশেষ শুধু ব্যাবৃত্তিপ্রতীতির জনক, উহা সামান্যের ন্যায় অনুগত প্রতীতির জনক হয় না। ব্যাবৃত্তি শব্দের অর্থ ভেদ; বিশেষ এই ভেদবুদ্ধির জনক। এজন্য একে অন্ত্যবিশেষ বলা হয়।

মহর্ষি কণাদ বিশেষ পদার্থের উল্লেখ করেছেন বলে তাঁর প্রণীত দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়। নিত্যদ্রব্যগুলিই বিশেষের আশ্রয়।

সকল পদার্থই পরস্পর ভিন্ন। যাদের দ্বারা এই পদার্থসমূহের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়, তাদেরকে ভেদকধর্ম বলে। অবয়ব, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি কার্যদ্রব্যের ভেদক হয়। সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বের দ্বারা পারস্পরিক ভেদ বোঝা যায়। কিন্তু পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনের পারস্পরিক ভেদ এই পদ্ধতিতে সিদ্ধ হয় না; কারণ এগুলি নিরবয়ব। তথাপি এদের পারস্পরিক ভেদ অস্বীকার করাও যায় না। আকাশ, কাল ও দিকের ভেদ না থাকলে আকাশের দ্বারা কালের বা কালের দ্বারা আকাশের অথবা দিকের দ্বারা আকাশ বা কালের কার্য সম্পন্ন হতে পারতো; জীবাত্মাগুলির পারস্পরিক ভেদ না থাকলে একের সুখ বা দুঃখে অন্য সকলেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করতো। আবার পার্থিব পরমাণুসমূহের ভেদ না থাকলে ঘটের পরমাণু থেকে পট বা পটের পরমাণু থেকে ঘট ইত্যাদির উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকতো; কিন্তু তা হয় না। উপাদানে ভেদ না থাকলে উপাদেয় কার্যবস্তুতে ভেদ সিদ্ধ হবে না; সুতরাং পরমাণুসমূহের ভেদকধর্ম অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। প্রতি পরমাণু, প্রতি আত্মা, প্রতিটি মন এবং আকাশ, কাল ও দিকে এক একটি অন্ত্যবিশেষ থেকে এদের পরস্পর ভেদপ্রতীতি উৎপন্ন করে। এগুলি পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু অন্যের দ্বারা ভিন্ন নয়। এগুলি স্বতঃই ভিন্ন—"স্বতো ব্যাবৃত্তত্বম্।")

(একটি দ্রব্যে একাধিক বিশেষ স্বীকার করা যায় না। একটি বিশেষ একাধিক দ্রব্যেও থাকে না। একটি বিশেষ একাধিক দ্রব্যে থাকলে, বিশেষ পদার্থটি সামান্যস্বরূপ হয়ে পড়ে) আচার্য উদয়ন দ্রব্যকিরণাবলীতে বলেছেন—"অত্যন্ত ব্যাবৃত্তবুদ্ধেরেব হেতুত্বাদ বিশেষা এব বিশেষানামন্ত্যান্তভূর্তা।" অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির হেতু বলে বিশেষ—বিশেষই, ইহা সামান্য বা অন্য কোন পদার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভট্টকুমারিল ও গুরুপ্রভাকর বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন নি এবং নব্য-নৈয়ায়িকগণও বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।)

প্রশ্ন:—প্রথম কোন্ দার্শনিক বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন? বিশেষ পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? বিশেষ পদার্থের লক্ষণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৮। সমবায় ঃ

ন্যায়বৈশেষিক-দর্শনে সমবায় ষষ্ঠ পদার্থ। সমবায় এক। ইহার কোন অবান্তর ভেদ নেই। ন্যায়বৈশেষিক-দর্শনের বহু মুখ্য সিদ্ধান্ত সমবায়ের উপর নির্ভর করে। কার্য-কারণভাব, আত্মাদি দ্রব্যের নিত্যত্ব স্বীকারে সমবায়ের গুরুত্ব স্বীকার্য। সাংখ্য, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন ও ভাট্টমীমাংসায় সমবায় স্বীকার করা হয়নি, কিন্তু মীমাংসকাচার্য প্রভাকর সমবায় স্বীকার করেছেন।

যে সকল পদার্থ নিজের সম্বন্ধীকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র স্বতন্ত্র-ভাবে থাকতে পারে, তাদেরকে যুতসিদ্ধ বলে। যেমন বৃক্ষ ও পক্ষী। পক্ষী বৃক্ষকে পরিত্যাগ অন্যত্রও থাকতে পারে অথবা ঘট ও ভূতল। ঘট তার আশ্রয় ভূতলকে পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র থাকতে পারে। এগুলি যুতসিদ্ধ পদার্থ। কিন্তু কোন একটি বস্তু যদি অপর একটি বস্তুতে আশ্রিত না হয়ে থাকতে না পারে, তাহলে সেই বস্তুদ্বয়কে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। যেমন—ঘট ও কপাল, পট (বস্ত্র) ও সূত্র। এই অযুতসিদ্ধ পদার্থগুলি হলো অবয়ব ও অবয়বী, জাতি ও ব্যক্তি, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ। সমবায় পদার্থ "অযুতসিদ্ধবৃত্তিঃ।" ঘটাদি অবয়বীর সহিত কপালাদি অবয়বের যে সম্বন্ধ, গুণ ও কর্ম নিজের আশ্রয়ে যে সম্বন্ধে থাকে এবং জাতি, দ্রব্য, গুণ ও কর্মে যে সম্বন্ধে থাকে, তাকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। এই সম্বন্ধের বিনাশে বস্তুর ধ্বংস হয়। যুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ-সম্বন্ধ নামে পরিচিত, এই সম্বন্ধ বিনষ্ট হলেও বস্তুর ধ্বংস বা বিনাশ হয় না।

নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সমবায় ও বৈশিষ্ট্য দুই-ই স্বীকার করেছেন। ভট্টমীমাংসক মতে—যে অনুমানের দ্বারা এক সমবায় সিদ্ধ হয়, সেই অনুমানের দ্বারাই অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হতে পারে। 'ভূতলে ঘটাভাব আছে'—এই অনুমানে ভূতলরূপে অধিকরণটি নিত্য; কারণ, তার বিনাশ হয় না। এই বৈশিষ্ট্য নিত্য এবং ঘটাভাবও নিত্য। ঘটাভাব নিত্য হলে তা সকল ভূতলে বা ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘটাভাব থাকবে; কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়। অতএব বৈশিষ্ট্য নামক নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার্য

নয়। আবার অনিত্যবৈশিষ্ট্য স্বীকার করলে অনন্তবৈশিষ্ট্য ও তার উৎপত্তি-বিনাশ কল্পনায় মহাগৌরব হয়। এইরূপ বৈশিষ্ট্য স্বীকারে অনবস্থা হবে। সুতরাং নিত্য বা অনিত্য কোনভাবেই বৈশিষ্ট্য প্রমাণ সিদ্ধ নয়। কাজেই সমবায়ের ন্যায় বৈশিষ্ট্য নামক অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।

ন্যায় মতে সমবায় প্রত্যক্ষযোগ্য হলেও বৈশেষিক মতে সমবায়ের অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়-বার্তিক প্রণেতা আচার্য উদ্দ্যোতকর সমবায়কে স্বতন্ত্র বলেছেন—"স্বতন্ত্রঃ সমবায়িনাং সমবায় ইতি।" আচার্য প্রশস্তপাদের মতেও সমবায় "স্বাত্মবৃত্তি"। দীধিতিকার সমবায়কে বহু বলেছেন। প্রভাকর মতে নিত্যানিত্য ভেদে সমবায় দ্বিবিধ। তাঁর মতে সমবায় এক হলে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন—বায়ুতে স্পর্শগুণটি সমবায়-সম্বন্ধে আছে, রূপও এই একই সমবায়-সম্বন্ধে তার আশ্রয়ে আছে। অতএব রূপসমবায়, স্পর্শসমবায় স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বায়ুতে রূপের প্রতীতি হয় না। বায়ুতে রূপকে সম্বন্ধ করে না, অতএব উহা রূপসমবায়ও হয় না। এইরূপে সমবায়ের একত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্নংভট্টও বলেছেন—"সমবায়স্ত্বেক এব।"

সমবায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেছেন—"নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ।" অর্থাৎ—"নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্ সমবায়ত্বম্।" সতি পদের দ্বারা সপ্তমীর সমানাধিকরণত্বই প্রকাশিত হয়। সমবায়-সম্বন্ধ বলে সম্বন্ধত্ব এবং নিত্য বলে নিত্যত্ব বিশিষ্ট। 'নিত্যত্বে সতি' এই বিশেষণটি লক্ষণে যুক্ত না করে শুধু 'সম্বন্ধত্বকেই লক্ষণ বললে সংযোগ-সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্যই লক্ষণে 'নিত্যত্ব' পদটি যুক্ত করেছেন। সংযোগ সম্বন্ধ হলেও নিত্য সম্বন্ধ নয়; আবার 'সম্বন্ধত্বম্' না বলে শুধু 'নিত্যত্ব'কে লক্ষণরূপে গ্রহণ করলে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে, সম্বন্ধত্ব পদটি যুক্ত হলে এই দোষ হবে না। কারণ, আকাশাদি নিত্য হলেও সম্বন্ধ হয় না। ইহা সমবায়ের নির্দুষ্ট লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণ করলে স্বরূপ সম্বন্ধে লক্ষণে পুনরায় অতিব্যাপ্তির আশংকা থেকে যায়। কারণ, নিত্যস্বরূপ সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ থাকে। এই দোষ পরিহারের জন্য ন্যায়দর্শনের ক্ষুরধার পণ্ডিত শ্রীযুক্তপঞ্চানন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি নৈয়ায়িকবৃন্দ সমবায়ের একটি নির্দোষ লক্ষণ

দিয়েছেন। এই লক্ষণটি হলো—"সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্ সমবায়ত্বম্।" 'সম্বন্ধিভিন্নতে সতি'—এই বিশেষণের দ্বারা সম্বন্ধের অনুযোগি ও সম্বন্ধের প্রতিযোগি থেকে ভিন্ন এই অর্থ প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ স্বীয় অনুযোগি ও প্রতিযোগি থেকে ভিন্ন নিত্য যে স্বয়ং সম্বন্ধ, তাকে সমবায় বলে। 'কালে রূপাভাব' স্থলে রূপাভাবটি কালে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। এই স্বরূপসম্বন্ধের অনুযোগি নিত্যকাল এবং প্রতিযোগি নিত্যরূপাভাব। অতএব স্বরূপসম্বন্ধটি এখানে নিত্য অনুযোগি এবং নিত্য প্রতিযোগিরূপ স্বরূপসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ সংযোগাদির ন্যায় অনুযোগি ও প্রতিযোগি থেকে ভিন্ন নয়—ইহা অনুযোগি ও প্রতিযোগিস্বরূপ। স্বরূপসম্বন্ধের অনুযোগি ও প্রতিযোগি নিত্য হলে, স্বরূপসম্বন্ধটিও নিত্য হবে এবং তাতে নিত্য-সম্বন্ধত্বও থাকবে; নিত্যসম্বন্ধ ভিন্নত্ব থাকবে না। অতএব নিত্যস্বরূপসম্বন্ধে অতিব্যাপ্তিও হবে না। এটিই সমবায়ের নির্দোষ লক্ষণ। সমবায়ের স্বরূপ বিশ্লেষণে ভাষা পরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ বলেছেন—

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মীমাংসক ও বৈদান্তিকগণ সমবায়ের পরিবর্তে 'তাদাত্ম্য' স্বীকার করেছেন।

ন্যায়বৈশেষিক মতে সমবায় ও সংযোগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমবায় একটি সম্বন্ধ এবং সংযোগও সম্বন্ধ। বাস্তবজগতে বিভিন্ন বস্তুর এই মিলন বা সম্বন্ধ একরূপ নয়—ভিন্ন ভিন্ন। যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধই সংযোগসম্বন্ধ আর অযুতসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধ সমবায় নামে অভিহিত। সংযোগসম্বন্ধে সংযোগের বিনাশ হলেও বস্তুর বিনাশ হয় না; সমবায়ে সম্বন্ধের বিনাশে বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমবায় নিত্যসম্বন্ধ, সংযোগ অনিত্যসম্বন্ধ। সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, সংযোগ গুণ পদার্থের অন্তর্গত একটি গুণমাত্র। সমবায় এক, সংযোগ বহু। যেমন—হস্ত-পুস্তক সংযোগ, বৃক্ষ-পক্ষী সংযোগ, ঘট-ভূতল সংযোগ ইত্যাদি। সংযোগসম্বন্ধ সর্বদা দু'টি বস্তুর মধ্যে হয়; সমবায় দ্রব্য, গুণ, কর্ম, নিত্যদ্রব্য ও বিশেষে থাকে। যেমন—বৃক্ষ-পক্ষী সংযোগ, ঘট-ভূতল সংযোগ, পট-তন্তু সংযোগ ইত্যাদি। পট ও পটরূপের (রূপ = গুণ) সম্বন্ধ সমবায়। সমবায় একটি বৃত্তি-নিয়ামক বা আধার-আধেয় সম্বন্ধ। অর্থাৎ এই সম্বন্ধে একটি আধার অপরটি আধেয় হয়। যেমন—পটে তন্তু, ঘটে কপালিকা, দেহে দেহী, পটে রূপ ইত্যাদি। সংযোগসম্বন্ধ সব সময় বৃত্তি-নিয়ামক হয় না। ভূতল-ঘট, বৃক্ষ-পক্ষীতে

আধার-আধেয়তা থাকলেও দুইটি হাতের বা দুটি টেবিলের সংযোগে আবার আধেয়তা থাকে না। ন্যায় মতে সমবায় ও সংযোগ দুই-ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

প্রশ্ন :—অন্নংভট্ট প্রদত্ত সমবায়ের লক্ষণটি বিশ্লেষণ কর। এই লক্ষণকে সর্বাংশে দোষমুক্ত বলা যায় কি? সমবায়ের অন্য কোন নির্দোষ লক্ষণ থাকলে তার উল্লেখ কর। ন্যায়দর্শনে সমবায় পদার্থ স্বীকারের যৌক্তিকতা আলোচনা কর। সমবায় পদার্থের সহিত সংযোগ নামক গুণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। সমবায় স্থলে বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা যায় কিনা আলোচনা কর।